১৩০

তারিখ 27 JUN 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা ভার্সিটির সিনেট অধিবেশন শেষ ॥ নীল দলের ওয়াক আউট॥ বাজেট অনুমোদন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গতকাল (বুধবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন ও হৈচৈ হট্টগোলের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থক 'নীল' দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিনেট সদস্যের ওয়াক আউট এবং ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরের বাজেট অনুমোদনের মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশন শেষ হইয়াছে। গতকাল অপরাহ্ন ৪টায় সিনেট সভাপতি ও ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে রেজিষ্টার

(১১শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির

(১ম পৃঃ পর)

বিল্ডিং-এর সিনেট কক্ষে অধিবেশনের শুরুতে শোক প্রস্তাবের পরেই 'নীল' দলের শিক্ষক নেতা ডঃ ম, আক্তারুজ্জামান 'পয়েন্ট অব অর্ডারে' দাঁড়াইয়া ভিসির উদ্দেশে বলেন, আপনি এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারেন না। আপনার এইখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। কারণ আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে অধিকাংশ সিনেট সদস্য আপনার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসিয়াছেন। ডঃ আক্তারুজ্জামান বলেন, যদি এইখানে অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে না দেন তবে আমাদের এই অধিবেশনে থাকা সম্ভব নয়। এই সময় ভিসি তাঁহার প্রস্তাব, প্রত্যাখ্যান করেন। সঙ্গে সঙ্গে 'নীল' দলের সিনেট সদস্য সৈয়দ আহমদ ফ্লোর নিয়া ডঃ আক্তারুজ্জামানকে সমর্থন করিলে বিএনপি সমর্থক 'সাদা' দলের সদস্যরা উঠিয়া উহার বিরোধিতা করিতে থাকেন। শুরু হয় প্রচণ্ড হৈ-চৈ হট্টগোল। এক পর্যায়ে 'নীল' দলের ৩৪ জন সদস্য ওয়াক আউট করিয়া চলিয়া যান। ভিসি অধিবেশন এই সময় বিরতি ঘোষণা করেন। ভিসি পরে সাংবাদিকদের বলেন, সিনেট চেয়ারম্যানের ব্যাপারে অনাস্থা প্রস্তাব আনার কোন বৈধতা নাই। 'নীল' দলের অনুপস্থিতিতে ৫টায় পুনরায় অধিবেশন শুরু হইলে ভিসি তাহার ভাষণে বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা রোধের উপযুক্ত পন্থা হইতেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা। সমষ্টিগত অঙ্গীকার চাই আর যাই হোক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের দলীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করা হইবে না। সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে সকল রাজনৈতিক দল ঘৃণ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করিবে। জোরের যুক্তির পরিবর্তে যুক্তির জোরকে উৎসাহিত করিতে হইবে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে কঠোর হস্তে দমন করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হইবে। ভিসি আশা প্রকাশ করিয়া বলেন, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষা বর্ষের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসন জটের অবসান ঘটিবে। ভিসির অভিভাষণের পর কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর এম, শামসুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য ১০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার ঘাটতিসহ ৫৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ করেন। পরে উহা অধিবেশনে অনুমোদন লাভ করে। বাজেটের উপর বক্তৃতা করেন প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, চৌধুরী প্রফেসর আতাউর রহমান, ডঃ কামরুল আহসান চৌধুরী ডঃ আ ন ম রইস উদ্দিন, তাজমেরী সেলিনা বেগম প্রমুখ। বক্তারা নীল দলের ওয়াক আউটের সমালোচনা করেন। রাত ৮-২৫ মিনিটে ভিসি সিনেট অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি আগামী ২৮শে জুন অনুষ্ঠিতব্য তলবী অধিবেশনও না করার কথা ঘোষণা করেন।

এই ঘোষণা পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেটে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব নিয়া 'নীল' দলের কয়েকজন সদস্য ভিসির সহিত দেখা করিলে সাদা দলের সদস্যরা উহা নাকচ করিয়া দেন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর সিনেট বার্ষিক অধিবেশন ২ হইতে ধরিয়া চলে।